যুগান্তর

# তদন্ত প্রতিবেদন দিল র‍্যাগিংবিষয়ক কমিটিও

ভিসিকে সাবেক শিক্ষার্থীদের স্মারকলিপি

প্রকাশ : ২৪ নভেম্বর ২০১৯, ০০:০০ | প্রিন্ট সংস্করণ

ঢাবি প্রতিনিধি

আবরার ফাহাদকে নিরাপত্তা দিতে ব্যর্থ হওয়ায় সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা-কর্মচারীর বিচারসহ সাত দফা দাবি জানিয়েছে বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের (বুয়েট) সাবেক শিক্ষার্থীরা। শনিবার ক্যাম্পাসে মৌন মিছিল শেষে ভিসি প্রফেসর ড. সাইফুল ইসলামের কাছে স্মারকলিপি দেন তারা। এতে এসব দাবি জানানো হয়। তাদের দাবির মধ্যে রয়েছে- র‍্যাগিং নিষিদ্ধ করা, ফাহাদ হত্যায় জড়িতদের শাস্তি নিশ্চিত করা ও ক্যাম্পাসে আবরারের ভাস্কর্য নির্মাণ।

এদিকে ক্যাম্পাসে র‍্যাগিং নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের গড়া তদন্ত কমিটি শনিবার প্রতিবেদন জমা দিয়েছে। রাতে যুগান্তরকে এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রকল্যাণ উপদেষ্টা ড. মিজানুর রহমান। তিনি বলেন, মূলত তিন হলে (আহসানউল্লাহ, তিতুমীর ও সোহরাওয়ার্দী) র‍্যাগিংয়ের বিষয়ে এ কমিটি তদন্ত করেছে। তবে প্রতিবেদনে কী আছে তা জানাননি তিনি। ‘নিরাপত্তাজনিত কারণে’ এ কমিটির সদস্যদের নাম প্রকাশ করেনি বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন।

নিরাপদ ক্যাম্পাসের দাবিতে সকাল থেকে ক্যাম্পাসে আসতে থাকেন সাবেক শিক্ষার্থীরা। দুপুরে তারা মৌন মিছিল বের করেন। এ কর্মসূচিতে এদিন দেখা গেছে আবরার ফাহাদের বাবা বরকত উল্লাহকেও। তিনি বলেন, এখন পর্যন্ত বিচার প্রক্রিয়া যেভাবে অগ্রসর হয়েছে তাতে আমরা সন্তুষ্ট। যারা ঘটনার সঙ্গে জড়িত, যারা প্রকৃত দোষী- তাদের বহিষ্কারের দাবি ছিল। সেটি করা হয়েছে। এ সময় তিনি নিরাপদ ক্যাম্পাসের জন্য দোষীদের যথোপযুক্ত শাস্তিরও দাবি জানান।

ভিসিকে স্মারকলিপি দেয়ার কথা জানিয়ে সাবেক শিক্ষার্থীরা বলেন, আমরা বুয়েট প্রশাসনকে এটা জানাতে চাই, আবরার ফাহাদের ঘটনা যেন শেষ ঘটনা হয়। এমন ঘটনার পুনরাবৃত্তি যেন না ঘটে। ক্যাম্পাসে যেন কোনো সন্ত্রাস না থাকে। তারা বলেন, যে বুয়েট রেখে গিয়েছি সেটা কেন এমন হল তা জানতেই মূলত আমরা এখানে এসেছি। প্রশাসনকে দাবিগুলো জানিয়েছি। আশা করছি তারা

তা বাস্তবায়ন করবে।

বুয়েটের যন্ত্রকৌশল বিভাগের বর্তমান শিক্ষার্থী তাহমিদ হোসেন বলেন, তিন দাবি পূরণে আমরা প্রশাসনকে তিন সপ্তাহ সময় দিয়েছি। তারা (কর্তৃপক্ষ) জানিয়েছে, এ সময়ের মধ্যেই দাবি মেনে নেবে। এরই মধ্যে ২৬ জনকে স্থায়ী বহিষ্কার করা হয়েছে। আমরা এ সিদ্ধান্তকে সাধুবাদ জানাই। বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বাকি দুটি দাবি পূরণে ব্যর্থ হলে আমরা নতুন কর্মসূচি দেব।

বুয়েটের ভিসি অধ্যাপক ড. সাইফুল ইসলাম বলেন, শিক্ষার্থীদের সঙ্গে আমাদের কথা হয়েছে। আমরা মরিয়া হয়ে কাজ করছি। আমরা আপ্রাণ চেষ্টা করে এরই মধ্যে প্রথম দাবিটি পূরণ করেছি। এটুকু নিশ্চিত থাকুন, তিন সপ্তাহের মধ্যেই আমরা সবকিছু শেষ করতে পারব।

এর আগে ১৪ নভেম্বর সংবাদ সম্মেলন করে তিনটি দাবি জানান শিক্ষার্থীরা। যা বাস্তবায়নে তিন সপ্তাহ সময় নেয় বুয়েট কর্তৃপক্ষ। দাবিগুলো হল- মামলার অভিযোগপত্রের ভিত্তিতে অভিযুক্ত ব্যক্তিদের বুয়েট থেকে স্থায়ী বহিষ্কার, বুয়েটের আহসানউল্লাহ, তিতুমীর ও সোহরাওয়ার্দী হলে আগে ঘটে যাওয়া র‍্যাগিংয়ের ঘটনাগুলোয় অভিযুক্ত ব্যক্তিদের অপরাধের মাত্রা অনুযায়ী শাস্তি, সাংগঠনিক ছাত্র রাজনীতি এবং র‍্যাগিংয়ের জন্য সুস্পষ্টভাবে বিভিন্ন ক্যাটাগরি ভাগ করে শাস্তির নীতিমালা প্রণয়ন করার পর একাডেমিক কাউন্সিল ও সিন্ডিকেটে অনুমোদন করে বুয়েটের অধ্যাদেশে সংযোজনের জন্য পরবর্তী ধাপগুলোয় পাঠানো।

বুধবার রাতে বুয়েট প্রশাসন ফাহাদ হত্যায় ২৬ শিক্ষার্থীকে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্থায়ী বহিষ্কার করে। ৬ জনকে বিভিন্ন মেয়াদে শাস্তি দেয়। আবরার ফাহাদ হত্যার ঘটনায় গঠিত তদন্ত কমিটির রিপোর্টের ভিত্তিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের বোর্ড অব রেসিডেন্স অ্যান্ড ডিসিপ্লিন বহিষ্কারের এ সিদ্ধান্ত নেয়।

---

ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক : **সাইফুল আলম**, প্রকাশক : **সালমা ইসলাম**

প্রকাশক কর্তৃক ক-২৪৪ প্রগতি সরণি, কুড়িল (বিশ্বরোড), বারিধারা, ঢাকা-১২২৯ থেকে প্রকাশিত এবং যমুনা প্রিন্টিং এন্ড পাবলিশিং লিঃ থেকে মুদ্রিত।

পিএবিএক্স : ৯৮২৪০৫৪-৬১, রিপোর্টিং : ৯৮২৪০৭৩, বিজ্ঞাপন : ৯৮২৪০৬২, ফ্যাক্স : ৯৮২৪০৬৩, সার্কুলেশন : ৯৮২৪০৭২। ফ্যাক্স : ৯৮২৪০৬৬

E-mail: jugantor.mail@gmail.com

---

© সর্বস্বত্ব স্বত্বাধিকার সংরক্ষিত ২০০০-২০১৯ | এই ওয়েবসাইটের কোনো লেখা, ছবি, অডিও, ভিডিও অনুমতি ছাড়া ব্যবহার বেআইনি।